

সূরা আস্ সাজ্দা-৩২

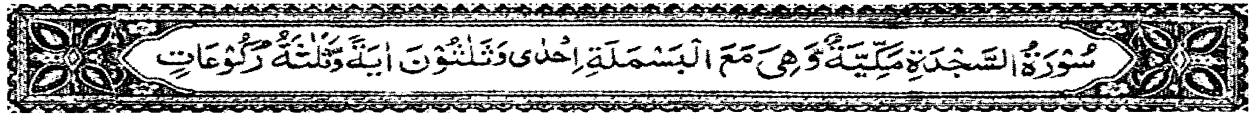
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটিও মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরা এই মন্তব্যসহ শেষ হয়েছিল, একটি জাতির উত্থান ও পতন সম্পর্কিত সত্যিকার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই কাছে রয়েছে এবং একমাত্র আল্লাহই মানুষের বাহ্যিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ মিটিয়ে থাকেন। বর্তমান সূরাটি এই ঘোষণাসহ শুরু হয়েছে, আল্লাহ সমস্ত বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক। তাঁর হাতেই ব্যক্তি ও জাতিসমূহের উত্থান ও অগ্রগতির কারণসমূহ যেমন বিরাজমান, ঠিক তেমনি ব্যক্তি ও জাতিসমূহের ধ্বংস ও পরাজয়ের কারণসমূহ তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন।

বিষয়বস্তু

সূরাটির বিষয়বস্তু হচ্ছে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের ঘোষণা। অত্যন্ত জোরালো ভাষায় অবিশ্বাসীদের আরোপকৃত একটি মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডনপূর্বক সূরাটি শুরু হয়েছে। আর সেই অভিযোগ হচ্ছে, কুরআন একটি মিথ্যা রচনা এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ভণ্ড। এর জবাবে বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতি দ্রুত অগ্রগতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। অন্যদিকে পবিত্র কুরআনও কোন প্রতারণা নয়। কেননা যথাসময়ে সত্য এবং ন্যায়ের সমর্থনে এবং মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা মিটিবার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিও কুরআনের বাণী প্রচারিত হওয়ার অনুকূলে কাজ করে যাচ্ছে। অতঃপর মূল প্রসঙ্গ থেকে কিছুটা সরে গিয়ে সূরাটিতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বলা হয়েছে, ইসলামের প্রাথমিক অগ্রগতির পর প্রায় এক হাজার বছরব্যাপী এর ঔজ্জ্বল্য অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হবে এবং এই সাময়িক অন্ধকারের পর পুনরায় ইসলাম এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে। তখন ইসলাম এর মৌলিক মহিমা ও সৌন্দর্যসহ অব্যাহত উত্তরণের পথে এগিয়ে যাবে। এই বিষয়টি বিশদভাবে বুঝাবার জন্য এই সূরাটিতে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, মানুষ যেভাবে এক নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য বস্তু তথা কাদা থেকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টির এক পূর্ণতম পর্যায়ে পৌঁছেছে, তেমনি ইসলামও নিতান্ত অসহায় অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করবে, সম্প্রসারিত হবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে এক বিরাট শক্তি হিসাবে নিজে থেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। শেষের দিকে সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব কোন অভিনব বিষয় নয়। পার্থিব জগতে যেভাবে মাটি উত্তপ্ত ও বিশুদ্ধ হবার পর আল্লাহ তাআলা মেঘ থেকে বারিবর্ষণ করেন এবং পৃথিবী নতুন জীবন সম্ভারে আন্দোলিত হয়ে উঠে, ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও মানুষ যখন অন্ধকারে পথ-হারা হয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায় তখন এক ঐশী-বাণী-বাহককে আল্লাহ তাআলা (ঐশী বারিসহ) প্রেরণ করেন এবং তাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত মানব-মণ্ডলী এক নবজীবন লাভ করে।



সূরা আস্ সাজ্দা-৩২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩১ আয়াত এবং ৩ রুকু

১। *আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। *আনাল্লাহ্ আ'লামু অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জানি।

الْمَلِكِ ②

৩। *বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকেই যে এ পরিপূর্ণ কিতাবের অবতরণ এতে কোন সন্দেহ নেই।

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ③

৪। তারা কি বলে, 'সে নিজেই এটা বানিয়ে নিয়েছে'? বরং এ তো তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য (কিতাব), *যেন তুমি (এর মাধ্যমে) এরূপ এক জাতিকে সতর্ক কর যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি (এবং এতে করে) তারা হেদায়াত পেয়েও যেতে পারে^{২৩০}।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ
نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ④

৫। *আল্লাহ্‌ই আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে সবই ছয় কালে^{২৩১} সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে^{২৩২} অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই এবং কোন সুপারিশকারীও নেই। অতএব তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ
مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ⑤

৬। তিনি পরিকল্পিতভাবে (নিজ) সিদ্ধান্ত আকাশ থেকে পৃথিবীতে প্রবর্তন করবেন। এরপর তা এরূপ এক দিনে তাঁর দিকে উঠে যাবে যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান^{২৩৩}।

يَذَرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ
ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ⑥

দেখুনঃ ক. ১ঃ১, খ. ৩০ঃ২ গ. ২০ঃ৫; ৪০ঃ৩ ঘ. ২৮ঃ৪৭; ৩৬ঃ৭ ড. ৭ঃ৫৫; ১১ঃ৮; ২৫ঃ৬০।

২৩২০। 'আলিফ লাম মীম' গ্রুপের চারটি সূরার মধ্যে এটাই শেষ সূরা। এই সূরা চারটির মূল কেন্দ্রীয় বিষয় হলো, নৈতিক অধঃপতনের অতলগর্ভে নিপতিত একটি জাতির পুনর্জাগরণ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে এই জাতিটিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠিয়ে মহিমাম্বিতকরণ। নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মৃত একটি জাতির এই মহাজাগরণকে মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থানের পক্ষে যুক্তিরূপে দেখানো হয়েছে। এই চারটি সূরাতেই বিশ্ব-সৃষ্টিকে উপলক্ষ্য করে মূল বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে।

২৩২১। দেখুন ৯৮৪ টীকা।

২৩২২। দেখুন ৫৪ টীকা।

২৩২৩। এই আয়াতটি ইসলামের উত্থান-পতনের ইতিহাসের একটি মহাসঙ্কটময় ক্রান্তিকালের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। ইসলামের প্রথম তিন শ' বছর নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি ও প্রগতির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর একটি হাদীসে তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "আমি যে শতাব্দীতে আছি তা-ই সর্বোত্তম শতাব্দী, তৎপর সন্নিহিত শতাব্দী, তৎপর তৎসন্নিহিত শতাব্দী" (তিরমিযী, বুখারী-কিতাবুশ্ শাহাদাত)। তিন শ' বছরের অপ্রতিহত অগ্রগতি ও বিজয়ের পর ইসলাম অধঃমুখী হতে লাগলো। অতঃপর এক হাজার বছর ধরে ইসলামের অধঃপতন ও অধঃমুখিতা চলতে লাগলো। এই অধঃপতনের হাজার বছরের কথাই আলোচ্য আয়াতটিতে এভাবে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭। *তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত, মহাপরাক্রমশালী (৩) বার বার কৃপাকারী,

৮। যিনি তাঁর সৃষ্টি সব কিছুই অতি নিখুঁত করে বানিয়েছেন এবং *কাদামাটি দিয়ে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।

৯। এরপর তিনি এক তুচ্ছ পানির *নির্যাস থেকে তার প্রজন্ম সৃষ্টি করেছেন।

★ ১০। *এরপর তিনি তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন এবং তার ভিতর নিজ রূহ ফুঁকে দিয়েছেন^{৩২৪}। আর তিনি তোমাদের কান ও চোখ এবং হৃদয়* দিয়েছেন। (কিন্তু) তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

১১। আর তারা বলে, ‘আমরা মাটিতে বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও কি আমাদের অবশ্যই এক নতুন সৃষ্টিতে (পরিণত) করা হবে? *বরং তারাতো নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের (বিষয়টিতেই) অস্বীকারকারী।

১২। তুমি বল, ‘তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশ্তাই তোমাদের মৃত্যু দিবে। এরপর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

১৩। আর তুমি যদি দেখতে, অপরাধীরা যখন তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সামনে নিজেদের মাথা নত করে থাকবে (এবং বলবে), ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! (যা কিছু তুমি বলেছিলে তা) আমরা দেখলাম ও শুনলাম। অতএব *তুমি (এখন) আমাদের ফেরৎ পাঠাও, যাতে আমরা সৎকাজ করতে পারি। নিশ্চয় (এখন) আমরা (তোমার কথা) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছি।

ذَٰلِكَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ①

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ
خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ②

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ
مَّهِينٍ ③

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَ
جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ
الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ④

وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا
لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَائِ
رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ⑤

قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي
وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ⑥

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا
رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَ
سَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا
مُقِنُونَ ⑦

দেখুন : ক. ৩৪ঃ৪; ৫৯ঃ২৩ খ. ৬ঃ৩; ১৫ঃ২৭; ৩৭ঃ১২ গ. ৭৭ঃ২১ ঘ. ১৫ঃ৩০; ৩৮ঃ৭৩ ঙ. ১৮ঃ১০৬; ২৯ঃ২৪; ৩০ঃ১০ চ. ২৩ঃ১০০, ১০১; ৩৫ঃ৩৮; ৩৯ঃ৫৯।

বলা হয়েছে : “এরপর তা এরূপ একদিনে তাঁর দিকে উঠে যাবে যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।” মহানবী (সাঃ) অন্য এক হাদীসে বলেছেন, “ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে যাবে এবং পারস্য বংশীয় এক বা একাধিক ব্যক্তি একে সেখান থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনবেন” (বুখারী, কিতাবুত্‌ তফসীর)। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর আগমনে এই অধঃপতনের গতি রুদ্ধ হয়েছে এবং ইসলামের নবজাগরণ পুনরায় আরম্ভ হয়েছে।

২৩২৪। ‘রূহ’ শব্দের অর্থ ‘মানবাত্মা’ এবং ‘ঐশী-বাণী’ (লেইন)। অতএব এ আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে : (ক) মাতৃগর্ভে জন্মের পরিপূর্ণ পরিপুষ্টি লাভের পর তাতে আত্মার উদ্ভব ঘটে, (খ) মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি পরিপূর্ণতা লাভ করলে তাঁর ভাগ্যে আল্লাহর বাণী প্রাপ্তি ঘটে।

★ [কুরআন করীমে ব্যবহৃত ‘ফুয়াদ’ শব্দটি কেবল হৃদয় বুঝায় না। কিন্তু এটি বুদ্ধিমত্তার পরম অবস্থাকেও বুঝায়। দেখুন ২৮:১১, ৫৩:১২, ৪৬:২৭ এবং ১৪:৩৮। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৪। আর আমরা যদি চাইতাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা অবশ্যই তার (অবস্থা অনুযায়ী) হেদায়াত দান করতাম। কিন্তু আমার কথাই সত্য সাব্যস্ত হলো যে *আমি অবশ্যই সব জিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম ভরে দিব^{২৩২৫}।

وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا
وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ ۝

১৫। অতএব তোমাদের আজকের এ দিনের সাক্ষাতের (বিষয়টি) ভুলে যাওয়ার দরুন (আযাবের) স্বাদ ভোগ কর। নিশ্চয় আমরাও তোমাদের ভুলে গেছি। এ ছাড়াও তোমাদের কৃতকর্মের দরুন চিরস্থায়ী আযাবের স্বাদ ভোগ কর।

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

১৬। নিশ্চয় আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি তারাই ঈমান আনে, যাদেরকে এসব (নিদর্শন) সম্বন্ধে যখনই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তখনই তারা সেজদায় *লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসাসহ (তাঁর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা অহংকার করে না।

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا
ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

১৭। তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায় (অর্থাৎ তারা তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ওঠে এবং) *তারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয়ের সাথে ও (তাঁর কৃপা লাভের) আশা নিয়ে ডাকতে থাকে। আর আমরা তাদের যা-ই দান করেছি এ থেকে তারা খরচ করে।

تَتَجَاوَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

১৮। অতএব তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানরূপে চোখ জুড়ানো কত কী যে তাদের জন্য গোপন করে রাখা হয়েছে তা কেউই জানে না^{২৩২৬}।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ
أَعْيُنٍ ۖ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

দেখুন : ক. ১১ঃ১২০; ১৫ঃ৪৪; ৩৮ঃ৮৬ খ. ১৭ঃ১০৮, ১১০; ১৯ঃ৫৯ গ. ২১ঃ৯১।

২৩২৫। এই আয়াতটি পূর্বে অবতীর্ণ ১৫ঃ৪৩, ৪৪ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, ‘যারা পথভ্রষ্টদের মধ্য থেকে তোমার (শয়তানের) অনুসরণ করবে, নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান।’ এতে বোঝা যায়, ‘ভ্রান্ত পথ অবলম্বনকারীরাই দোযখে নিষ্কিপ্ত হবে।’

২৩২৬। বেহেশতের আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, কোন চোখ তা (বেহেশতের আশীর্বাদসমূহ) দেখেনি, কোন কর্ণ তাদের সঠিক বর্ণনা শুনেনি, এমনকি মানুষের মন এসব ঐশী আশিস ধারণা পর্যন্ত করতে পারে না (বুখারী, কিতাব বা’দাল খাল্ক)। এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, পরকালীন জীবনের আশীর্বাদসমূহ পার্থিব বস্তুর মতো কিছু নয়। ধর্মপরায়ণ ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ইহজীবনের প্রতিটি সৎ কাজ ও পুণ্য কর্ম বিভিন্ন ধরন-ধারণের আধ্যাত্মিক তৃপ্তিদায়ক আশীর্বাদরূপে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। কুরআনের ঐসব আশীর্বাদের যে বর্ণনামূলক বিবরণ আছে তা উপমাস্বরূপ মাত্র। আলোচ্য আয়াতটির অর্থ এও হতে পারে, পরকালে ধার্মিক ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ওপর যে সকল ঐশী অনুগ্রহ, দান, আশীর্বাদ ও পুরস্কার বর্ষণ করা হবে সেগুলো গুণে, মানে ও পরিমাণে এতই উচ্চ পর্যায়ের হবে যে মানুষ ইহজীবনে তা কল্পনাও করতে পারবে না। ঐসব উচ্চাঙ্গীর্ণ ঐশী আশীর্বাদসমূহ হবে মানুষের কল্পনাভীত।

১৯। অতএব ১০-যে মু'মিন হয়ে থাকে সে কি তার মত হতে পারে, যে দুষ্কর্মপরায়ণ? এরা কখনো সমান হতে পারে না।

أَقْمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۖ لَا يَسْتَوُونَ ۝

২০। ১১-যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের কৃতকর্মের দরুন আতিথেয়তারূপে তাদের জন্য থাকবে (মর্যাদানুযায়ী) বসবাসের বাগান।

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ رُزُلًا يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

২১। আর যারা দুষ্কর্ম করেছে তাদের ঠাই হবে আগুন। ১২-তারা যখনই তা থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাতে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, 'এখন তোমরা সেই আগুনের আযাব ভোগ কর, যা তোমরা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে।' ১৩

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝

★ ২২। আর ১৪-আমরা নিশ্চয়ই বড় আযাবের পূর্বে তাদের ছোট আযাবের স্বাদ ভোগ করাবো যাতে তারা (অনুতাপের সাথে আমাদের দিকে) ফিরে আসে ১৫-১৬।

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِ نِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

২৩। আর তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে যাকে তার প্রভু-প্রতিপালকের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেয়ার পরও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিব। ১৭

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ۝

২৪। ১৮-আর নিশ্চয় আমরা মূসাকেও কিতাব দান করেছিলাম। অতএব তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিতে সন্দেহ পোষণ করো না। আর আমরা সেই (কিতাবকে) বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াতের কারণ করেছিলাম।★

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

২৫। ১৯-আর তারা যখন ধৈর্য ধরলো তখন আমরা তাদের মাঝ থেকে এমন ইমাম নিযুক্ত করলাম যারা আমাদের আদেশে হেদায়াত দিত এবং তারা আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۝

দেখুন ৪ ক. ৪০ঃ৫৯ খ. ৩০ঃ১৬; ৩৫ঃ৮; ৪২ঃ২৩; ৪৫ঃ৩১ গ. ৫ঃ৩৮; ২২ঃ২৩ ঘ. ৫২ঃ৪৮ ঙ. ২ঃ৮৮; ১৭ঃ৩; ২৩ঃ৫০ চ. ২১ঃ৭৪।

২৩২৭। 'ছোট আযাব' ও 'বড় আযাব' বলতে যথাক্রমে : (১) ইহলৌকিক শাস্তি ও পারলৌকিক শাস্তি বুঝাতে পারে, (২) বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের পরাজয় ও মক্কা পতন বুঝাতে পারে, (৩) অবিশ্বাসী জাতিসমূহকে দুঃখ-দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ দ্বারা সতর্ক করা হয়, কিন্তু তারা সতর্ক না হয়ে দুষ্কৃতিতে লিপ্ত থাকলে শেষাবধি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা যায়।

★ [এ আয়াতের একটি অর্থ এও হয়, মূসার (আ:) সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করো না। সম্ভবত এতে মি'রাজের সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যখন মহানবী (সা:) হযরত মূসা (আ:) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং এরপর বার বার সাক্ষাতের সুযোগও হয়েছিল। এস্থলে হযরত মূসা (আ:) এর কথা বলতে গিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে, যেভাবে তুর পর্বতে আল্লাহর সাথে হযরত মূসা (আ:) এর সাক্ষাৎ হয়েছিল এর চেয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে মহানবী (সা:) এর দর্শন অনেক বেশি হয়েছিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের) (রাহেঃ) কর্তৃক উদ্ভূত অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৬। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই ক্বিয়ামত দিবসে তাদের মাঝে সেই বিষয়ে মীমাংসা করবেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। আর আমরা তাদের পূর্বে কত যুগের লোককেই ধ্বংস করে দিয়েছি যাদের (পরিত্যক্ত) ঘর দুয়ারে তারা চলাফেরা করছে। এটা কি তাদের হেদায়াত দেয়নি? নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এরপরও তারা কি শুনছে না?

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٧﴾

তীয়াংস

২৮। তারা কি দেখেনি, আমরা অনুর্বর ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে নিয়ে যাই, এরপর এ (পানির) মাধ্যমে আমরা শস্য উৎপাদন করি। এ থেকে তাদের গবাদি পশু খায় এবং তারা নিজেরাও খায়। তবুও কি তারা দেখে না?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। আর তারা জিজ্ঞেস করে, ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল দেখি), এ বিজয় কবে আসবে?’

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

৩০। তুমি বল, ‘যারা অস্বীকার করেছে বিজয়ের^{২৩২৮} দিনে তাদের ঈমান আনা তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের কোন অবকাশও দেয়া হবে না।’

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٣٠﴾

৩
[৮]
১৬

৩১। অতএব তুমি তাদের উপেক্ষা কর এবং (খোদার সিদ্ধান্তের) অপেক্ষা কর। নিশ্চয় তারাও কোন কিছু অপেক্ষায় বসে আছে।

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿٣١﴾

দেখুন : ক. ৪ঃ১৪২; ২২ঃ৭০; ৩৯ঃ৪. খ. ১০ঃ২৫; ২০ঃ৫৫; ২৫ঃ৫০.

২৩২৮। বদরের যুদ্ধ দিবস, যাকে ‘ফুরকান দিবস’ (ফয়সালার দিন) নামেও অভিহিত করা হয়েছে (৮ঃ৪২)।